ঝিনাইদহে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও নগদ টাকা ফেরত পেলেন মালিকেরা

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি-ছিনতাই হওয়া ৮৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এসময় প্রতারণার মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ৬৪ হাজার টাকাও প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

রবিবার (১৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া উপস্থিত থেকে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে সাইবার সেল জানিয়েছে, অভিযোগ ও জিডির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করা হয় এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সাইবার অপরাধ দমনে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন সেল প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানের ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার

করা হয়।

মুজিবনগর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংগীয় ফোর্স নিয়ে উক্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ফেলে রাখা অবস্থায় ফেনসিডিলের বোতলগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, মাদকবিরোধী এই ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ মাদক নির্মূলে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশ ও বিজিবির অভিযানে গ্রেফতার ৭

জামায়াত নেতা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি, আওয়ামী লীগের নেতাসহ বিভিন্ন মামলার পলাতক ৭ আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অপরদিকে, অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় হুসাইন নামের এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।

গত ২৪ ঘণ্টায়, সোমবার থেকে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

মেহেরপুর সদর থানার বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাজী আব্দুল জব্বার হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামের ঘরবাড়ি ভাঙচুর মামলার আসামি হিজুলী ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বল্টুকে (৪৪) গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (১০ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে হিজুলী গ্রামের মিনাপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
এছাড়া, আদালতের পরোয়ানাভুক্ত অপর একজন আসামিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা, আনন্দবাস গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. শাহিন উদ্দিন (৪২), নারী ও শিশু মামলা নং ৭৬/২৪-এর আসামি দারিয়াপুর গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে মো. মনিরুল ইসলাম (৩৫), ভবেরপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. সুমি খাতুন (২৮), আনন্দবাস গ্রামের আরশাদ আলীর ছেলে মো. রিফাতুল ইসলাম (৪০), এবং গাংনী থানার আমতৈল গ্রামের মৃত হোসেন মোল্লার ছেলে মো. শরিফুল ইসলাম (৩০) (প্রসিকিউশন নং ৭/২৫, ধারা ২৯০ পেনাল কোড) গ্রেফতার হন।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত ওয়াহিদুজ্জামান বল্টু আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাকালীন সময়ে বিভিন্ন লুটপাট, দুর্নীতি ও খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, মেহেরপুর সদর উপজেলার নবীনগর খালপাড়া সীমান্তের ১১৬ নম্বর পিলারের কাছে দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার নাদাগাড়ি গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন (৪৫) কে আটক করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সকালে বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল তাকে আটক করে।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ পাসপোর্ট অর্ডার ১৯৭৩-এর ১১(১)(সি) ধারায় সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিজ বাড়ি থেকে রকিবুল ইসলাম (২৫) নামে একজন পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাতলামারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রকিবুল ইসলাম এলাকার সামসুল ইসলামের ছেলে। তিনি পুলিশের কনস্টেবল পদে ঝিনাইদহ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন এবং ৫২তম পুলিশ কনস্টেবল ব্যাচের সদস্য।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ সদস্য রকিবুল ইসলাম ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হন। পরে আবার রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে আটকে দিয়ে

গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে রকিবুলের স্ত্রী বাবার বাড়িতে রয়েছেন।

সেই সাথে আর্থিক ঋণের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণের কাজ করছে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ১০ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কুসুমপুর স্বরুপপুর কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মসলেম উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত ইলাহি বক্সের ছেলে। তিনি স্বরুপপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, মসলেম উদ্দিনের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ওই শিশুর কাছে অল্পকিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা চাওয়ার কথা বলে মাদরাসার একটি কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে আশপাশের এলাকার লোক ওই কক্ষে গিয়ে তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায়।। পরে মসলেম উদ্দিনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বরুপপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘ওই এলাকার লোকজন মসলেমকে আটক করে। আমি ঘটনাটি জানার পর মহেশপুর থানার ওসিকে জানায়। পরে পুলিশ এসে মসলেমকে নিয়ে যায়।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘ওই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে

মসলেম উদ্দিন নামের এক জামায়াত নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভুক্তভোগির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মুজিবনগরে ট্রাফিক পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগরে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ও ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ মন্ডল মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পুরন্দরপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার সহ ভারী যানবাহন আটক করা হয়।

এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৭টি গাড়িকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

২৬ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ সাজিবর রহমান ওরফে সাজু (৫০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত

মোঃ মামুন হোসেন ও মোঃ আকাশ খাঁন (২২) নামের দুই পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

হেরোইনসহ গ্রেফতার সজিবর রহমান সাজু মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোঃ তবারক মন্ডলের ছেলে।

এছাড়া মোঃ মামুন হোসেন(৩৪) সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মোঃ আশরাফ বিশ্বাসের ছেলে। তার নামে জিআর ৫/২১ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ও মোঃ আকাশ খাঁন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার মৃত ইকবাল খাঁনের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে জিআর -২৪৩/২২, ও জিআর ৩৩৮/২২ মামলার আসামি। জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি গোপাল কুমার জানান, গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের ময়ামারী মাঠের মধ্যে একটি পেঁয়াজ ক্ষেতের পাশে অভিযান চালিয়ে ২৬ হেরোইন সহ আসামী মোঃ সাজিবর রহমানকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) (নি:) মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন। অপরদিকে সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দীন জানান, সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামুন ও আতকাশ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অভিযানে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ জাহাঙ্গীর সেলিম, উপপরিদর্শক (এসআই) (নিঃ) মোঃ ফারুক হোসেন, এসআই (নিঃ) মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই(নিঃ) মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) শহিদুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলমসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল শনিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জীবন আকবর (৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৩১ জানুয়ারী) দুপুরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলা পরিষদ চত্তরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জীবন আকবর গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলার এজাহার নামীয় তিন নম্বর আসামি তিনি। গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১১/০৮/২৪, ধারা সন্ত্রাস দমণ আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬) (ক)/ ৭(৬) খ/১০/১১/১২/১৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত বছরের ৩০ জুলাই সন্ধ্যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে শহীদ ছাত্রদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে মোমবাতি প্রজ্জলন করতে যায়। এসময় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতারা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলির ছেলে রেজানুল হক ইমন বাদী হয়ে ছাত্রলীগ নেতা তন্ময়কে এক নম্বর, গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনকে ২ নং জীবন আকবরকে তিন নম্বর আসামি করে ৩৭ জনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার অপর আসামিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী, আশরাফুল ইসলাম, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কোমল, যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, ছাত্র লীগের গাংনী উপজেলা শাখার সম্পাদক অনিক আহমেদ।

মামলার আইও গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ কুমার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামি জীবন আকবরকে আদালতে নেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে পুলিশের পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ৩

গাংনী থানা পুলিশের পৃথক তিনটি অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক দুই আসামি ও হেরোইনসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে সিআর ৪০/২৪ নং মামলার পলাতক আসামি কামরুল ইসলাম (৩০), গাংনী উপজেলা শহরের ঈদগাহ পাড়া এলাকার মো: বিল্লাল হোসেনের ছেলে জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার আসামী মোঃ সুমন (৩২)।

এছাড়া পুলিশের অপর একটি অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ এমদাদুল হক (৪২) কে আটক করা হয়েছে। আটক এমদাদুল হক গাংনী পৌর শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের পৃথক তিনটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ দুপুরের দিকে সীমান্তবর্তী রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের পাকা

রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করা হয়।হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩২ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারনীর ৮(ক) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং-১৭, তারিখ-২৪/০১/২০২৫।

আসামীদেরকে বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।